সরকারমশাই

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

কিরণময়ী কাশীবাসী। বাবা বিশ্বনাথের পায়ের দিনযাপন। গত তিরিশ বছর ধরে আছেন। কত কী দেখলেন কিরণময়ী। এখন কাশীতে বিধবারও ম্যাক্সি পরে।

যে-বাড়িতে আছেন কিরণময়ী, সেটা পাঁচু দত্তের বাড়ি। হাটখোলার চুনের কারবারি পাঁচু দত্ত এই বাড়িটা সুবর্ণবণিক সমাজকে দান করেছিলেন।

সমাজ এই আশ্রমটা চালায়। আশ্রমের নাম ভাগ্যবতী নিবাস। হিন্দিতে এবং বাংলায় লেখা আছেন। বিধবাদের এই আশ্রমের নাম ভাগ্যবতী দেখে কেউ কেউ মুচকি হাসে। কলকাতার এক নারীবাদী অধ্যাপিকা, কাশী বেড়াতে এসে এই আশ্রম দেখেন এবং আশ্রমের বিধবাদের সঙ্গে দেখা করেন। পরে কলকাতায় একটি পত্রিকায় ফিচার লেখেন -- ভাগ্যবতীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ। সেখানে বলা ছিল, স্বামীসাসন থেকে মুত্ত হয়ে এই স্বামীহীনারা কত স্বাধীন। সত্যিই ভাগ্যবতী।

তবে ওই লেখায় তিনি জানাননি যে, আশ্রমের এই নামকরণের কারণ হল পাঁচু দত্তের মাতাঠাকুরানি। তারই নাম ছিল ভাগ্যবতী দত্ত। পাঁচু দত্ত মাকে দাস - দাসী - সখীসমেত থাকবার জন্য বাড়িটি তৈরি করিয়েছিলেন। মায়ের মৃত্যুর কয়েক বছর পর এই বাড়িটি সমাজকে দান করা হয় এই শর্তে যে, এখানে কেবলমাত্র বিধবারাই থাকবেন এবং ওই বিধবাকে সুবর্ণবণিক সমাজের হতে হবে। এই বাড়িতে মোট বাইশটি ঘর আছে। ম্যানেজার, রাঁধুনি ছাড়া কমপক্ষে ষোলোজন বিধবা এখানে থাকতে পারে। কিন্তু এখন আছে মোটে ন-জন

এ-বাড়ির পুষ বলতে একজনই। তিনি ম্যানেজার ভুজঙ্গনাথ দে। তিনি পরিবার নিয়ে একটা ঘরে থাকতেন। নিঃসন্তান। সম্প্রতি বিপত্নীক। ন-জন বিধবাকে নিয়ে তাঁর সংসার। তাঁর কাছে একটা কালো রং-এর বাঁধানো মোটা খাতা আছে। তাতে আশ্রমিক বিধবাদের নাম, বয়স, ছেলেমেয়েদের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর লেখা। একেবারে ডানদিকের কলমে মন্তব্য। সেখানে কার নামের পাশে লেখা ডায়াবিটিস। কারোর পাশে হাইপ্রেশার, কাক পাশে গ্যাস্ট্রিক। ওই খাতায় অনেক নাম লাগা কালিতে কাটা। আর নামের বাঁদিকে একটা চন্দ্রবিন্দু। ওই চন্দ্রবিন্দুর ফোঁটাটির মধ্যে ম্যানেজার ভুজঙ্গনাথের দীর্ঘ্বাসটি লিপ্ত থেকে যায়।

ভুজঙ্গনাথের বয়স এখন সত্তর। কলকাতায় একটা ব্যাংকে কাজ করতেন। ব্যাংক ফেল হয়ে গেলে পাঁচুদত্তের নাতি ভুজঙ্গকে এই কাজটি দিয়েছিলেন। ভুজঙ্গের বয়েস তখন ছিল বত্রিশ। তখন ওই খাতায় ১০৫ পর্যন্ত নম্বর ছিল। এখন ২৯৫ পর্যন্ত আছে।

২৮৫ নম্বর কিরণময়ী দেবীর ব্রজমোহন চন্দ্র। ১২২ হাটখোলা স্ট্রিট, কলকাতা-৫। প্রবেশ ১৫.৬.১৯৮২, বয়স - ৫৬, পুত্র ১, পুত্রে নাম প্রণবরঞ্জন চন্দ। পেশা-ব্যবসা। ফোন নম্বর...। মন্তব্যের ঘরে ডায়বেটিস, বাত,হাই ব্লাডপ্রেশার। আর দুটো ..ব.. অক্ষর। ব-ব। এটা সাংকেতিক চিহ্ন। নিজের বুঝবার জন্য।

ব-ব মানে উনি একটু বকবক করেন। দুটো ড্যাশ (- -) মানে চুপচাপ থাকা। দুটো গোল (০ ০) মানে একটু ঝগড়া করার স্বভাব। তিনটে গোল মানে বেশিমাত্রায় ঝগড়া করার অভ্যেস। (দ ন) মানে গুচিবাই। (ঃ) মানে ত্রন্দশীলা। দুটো ফুটকি দু - ফোঁটা চোখের জলের প্রতীক। ২৯০ নম্বর সরস্বতী দত্ত-র ঘরে (০০০,দ্দ,ঃ) রয়েছে।

এখন ২৮৫ কিরণময়ীর সঙ্গে ২৯০ সরস্বতীর কথা হচ্ছে।
কিরণময়ী অ দিদি, ছেলের চিঠি এল ঞ
সরস্বতী আমার ছেলে বেকার নয়, বোয়েচ ?অত চিঠি লেখার সময় নেই। তা এক কথা বারবার জিজ্ঞেস করো কেন বলো তো ?তোমার ছেলে কির - ম চিঠি লেখে জানা আচে !আমারবাপু ওর - ম দ্যাকানো পিরিতের দরকার নেই। আমার ছেলে যা ট্যাকা পাটায়, কাক ছেলেতেমন পাটায় না। ম্যানেজারকে জিগেস করোগে যাও। আর কে আছে লা, আমার মতো খরচকরনেওলা ?কোই নেহি হ্যায়। ম্যানেজারবাবুকে ১০০ ট্যাকা দিয়েচি। বাঙালিটোলা থেকে পাটালি গুড় আনবে, মোষের দুধ আনবে। নলেনগুড়ের পায়েস রাঁধার পোষসংক্রান্তিতে। পাঁচবছর ধরে সববাইকে খাওয়াচ্ছি। হনুমান মন্দিরে রোজ দু-ট্যাকা দি। গঙ্গায় গেলে পাঁচ ট্যাকার কমে ফেলি না। আর কার হিম্মত আছে ঞ

কিরণময়ী ঘাট হয়েছে। হরি !ভালো মনে জিগেস করতে গেসলুম। অত কথার দরকার নেই। ামরা ক-জনই বা আছি। সুখদুঃখের কথা নিজেরাই তো একটু বলি বই তো নয়।

সরস্বতী আমি আমার ছেলেকে নিয়ে খোঁটা মারা পছন্দ করিনে। আমার ছেলে হীরের টুগ্‌রো। ক-জন এমন ছেলে গভেভ ধারণ করেছে।

কিরণময়ী আমার ছেলেও কম কিছু নয়কো। তবে আমি আমার ছেলেকে নিয়ে আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে চাই না।

কিরণময়ী ঘরে চলে যায়। ঘরের জানলা দিয়ে এক চিলতে রোদ্দুর এসে পড়েছে। ওখানে পা মেলে বসেন। বজরংবলীর গেয়া। পতাকা উড়ছে। সামনের কেতলা বাড়িটার ছাতে ভরন্ত রোদ্দুরে কাচের বয়ামে আচার। চোখের দৃষ্টি যদিও কমে এসেছে, তবুও বুঝতেক পারেন কোন বয়ামে লেবু, কোন বয়ামে লাল লংকা। তিন - চার বছর আগেও আচার বানিয়েছেন কিরণময়ী। লাল কাশীলংকার ভিতরে আমচুর মৌরি মেথি জোয়ানের পুর দিয়ে। বউমা ভালোবাসে। নাতনি ভালোবাসে। নাতনি এখন দিল্লিতে ম্যানেজারি পড়ে। পাশ করলে ম্যানেজার হবে। দিল্লি যাবার সময় কাশীতে নেমেছিল ওরা। দু-দিন হোটেলে ছিল। কত হইচই। কত রাবড়ি। নাতনিটা ফোন নম্বর নিয়ে গেল। একবারই ফোন করেছিল, আর না। ও কি কলকাতা যায় না ?পথে একবার তো নামতেও পারত।
ছাতের ওপর একটা কেঁদো হনুমান এসেছে। ইস্, আচারের বয়ামগুলো না ভাঙে। হ্যালা ও রামশরণ কা মা, ছাদমে হনুমান আয়া। কিরণময়ী জানলার শিক ধরে চেঁচায়। কাশীর হনুমান মানুষের ভাষা বোঝা। হনুমান চলে যায়। যাক। বাঁচা গেল। আমি তো আর ফোটো তুলতে পারি না, তা হলে হনুমানের ফোটো তুলে তোমাকে পাঠাতাম। নাতনিটার উদ্দেশে বলেন কিরণময়ী। নাতনির নাম চুনকি। ভালো নাম কী একটা যেন আছে, বিদঘুটে। চুনকির সঙ্গে চিড়িয়াখানা যাওয়া মনে পড়ে। হনুমানের খাঁচার সামনে কি হাততালি। এখানে কত হনুমান। কেঁদো হনুমান, হুলো, বাচচা বাচচা হনুমান, আর বঁাদরও কত । লালমুখো। আয় না, আয় একবার, তোকে দুগ্‌গ্য বাড়ি নিয়ে যাব, হনুমান দেখাব, এই হনুমান কলা খাবি, জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি ?অ্যাই চুনকি, এবার হাততালি দিবি। হাততালি কি আর দিবি রে ?তুই তো বড়ো হয়ে গেছিস । আয়, তোকে তবে সালোয়ার কামিজ দেবো। লখনই -এর চিকন কাজ, নাকি বেনারসি নিবি ?ওই তো সরমা কিনে আনিয়েছিল ম্যানেজাবাবুকে দিয়ে। বেনারসি সিল্কের সালোয়ার কাজিম, ওর নাতনির জন্য। পার্সেল - টার্সেল সব ম্যানেজাবাবুই করে দেয়। তুই যদি আসতি, তোকে সঙ্গে নিয়ে টাওয়ার মার্কেটে যেতুম, যা চাইতিস কিনে দিতুম। ডাঁড়া, আসবি কি না আসবি ঠিক নেই, একটা বেনারসি শাড়ি কিনিয়ে রাখব। তোর বিয়ের। ফিরোজা রং - এর। আমার বিয়ের বেনারসিও ছিল ফিরোজা রং-এর। একটা গেরো দিই কাপড়ে। নইলে আবার ভুলে যাব পরে...।
কিরণময়ীর থান কাপড়ের আঁচলে এরকম অনেক গিঁট আছে। কিন্তু কোনটা যে কোন প্রতিজ্ঞার গিঁট, সেটা আর মনে থাকে না। কিরণময়ীর শাড়িগুলি এরকম প্রতিজ্ঞা আর শপথে পরিপূর্ণ থাকে।
কিরণময়ীর স্বামী ব্রজমোহনের ছিল পরিবারিক ব্যবসা। কলকাতার বউবাজারে সোনার দোকান। হাটখোলায় বিরাট বা

ড়ি, ছ-খানা ঘর ভাগে। মার্বেল বসানো। বারানদায় ডানাভাঙা পরী। বড়ো ছেলে মরে গেল আটবছরে। কলেরায়। এরপরই প্রণব।

প্রণব খুব পড়াশুনোয় ভালো। এম. এসসি. পাশ দিয়েছিল। প্রণব বাপের ব্যবসায় গেল না। কেমিকালের ব্যবসা শু করল। বিয়ে করল নিজে নিজে। বামুনঘরের মেয়ে। এসব বিয়ে তো আর মন্তর পড়ে হয় না, রেজিস্টিরির বিয়ে হল। বামুনের মেয়ের প্রণাম নিলে পাপ হয় ।তবু নিয়েছে। কাশীর গঙ্গায় ওই পাপ ধুয়েছে কি না কে জানে ?স্বামী গত হলেন ছেলের বিয়ের এক বছরের মাথায় মাথায়। এক বছরের মাথায় বাড়িতে উচ্ছব। বন্ধুবান্ধব। মাংস, পোলাও। একগাদা এঁটো বাসন চাতালের কলে। ওখানেই মুখ থুবড়ে পড়লেন ব্রজমোহন। হার্ট অ্যাটাক। বে - জাতে বিয়ের শোকেই কিনা কে জানে। কিরণময়ী বললেন, কাশী পাঠিয়ে দে। সমাজের আশ্রম আছে। আসলে, কিরণময়ীর মাসতুতো দিদি ছিলেন ওখানে, আরে া কোন আত্মীয়। কলকাতায় এলে বড়ো বড়ো বেগুন, প্যাঁড়া আর পেয়ারা নিয়ে আসতেন।

সে কাশী আসা। অভিমান ?তার চেয়ে বলা ভালো স্বাধীনতা। সংসার হয়ে গেল বউ-এর। কুটুমরা সব বামুন। অজানা, অচেনা। জ্ঞাতিরা মুখ টিপে রগড় দেখে। তার চে এই ভালো। বাবা বিস্বনাথ আছেন, মা গঙ্গা আছেন, সুখদুঃখের কথা বল ার সাথি আছে।

ছেলে কিন্তু টাকা পাঠায়। যা লাগে তার থেকে বেশি। বছরে একবার তো আসবেই। প্রতিবারই অনেকদিন ঝিনাথ হল। এব ার নিজের ছেলেকে দ্যাখো। কিরণময়ী বলেন--- এখানে ছেড়ে যাব না। মনিকন্নিকার ঘাট আছে, এখানেই থাকব। ব ারকয়েক কলকাতা গেছে, ছেলে নিয়ে গেছে। যাবার সময় ভয়াম ভরতি লংকার আচার, নেবুর আচার নিয়ে গেছে, নয়তে া ছেলের হাতে তুলে দিয়েছে। এখন আর হয় না। হ্যাপা পোষায় না।

রোদ্দুর খ্যায়া আচারের বায়ামগুলো দিকে তাকান কিরণময়ী।

বাইরে উত্তরদেশে পাখিদের ডাক। একটা বাচচা হিন্দিতে কাঁদছে।

ছেলের একটাই বাচচা। সে আবার এই কাঁচা বয়সে দিল্লিতে। কী করে থাকিস রে ?ওই বাড়িটাও তো ছেড়ে দিয়েছিস। অ াটতলার উপরে ফ্ল্যাট নিয়েছিস। ছেড়ে আসতে পারলি ওই বিরাট বাড়ি ?যে সেগুন কাঠের পলঙ্কে শুতুম, সেটাও নাকি বেচে দিয়েছিস। সব বউয়ের বুদ্ধি।

তুই খুব ভালো। গতবার একটা গে?ফেলে গিয়েছিলিস। আমি মাঝে মাঝে শুঁকি, জানিস, তোর গায়ের গন্ধ পাই।

আগে তো বেশ মানি অর্ডারে টাকা পাঠাতিস। মানি অর্ডারের তলায় ছোট্ট ফালিতে দু-কলম লিখতিস। চুনকির কথা, ওর ইশকুলে ফাস্ট হওয়ার কথা, আমাকে স্বপ্নে দেখার কথা। তোমার হাতের শুত্তো খাই নাই কতদিন, তোমার বউমা চুল কাটিয়া ফেলিয়াছে --- এটাও তো লিখেছিস। এখন চেক পাঠাস কেন রে ?আগের মতো মানি অর্ডার পাঠাতে পারিস না ?মাসে মাসে যা হোক চিঠি পেতুম।

চিঠি একদম লিখিস না বলব না। পয়লা বৈশাখের পর পাঠাস, বিজয়ায় পাঠাস, আরো মাঝে মাঝে পাঠাস। এখন তো চে াখে দেখি না ভালো, ম্যানেজারকে দিয়ে পড়িয়েনি। ছানি কাটিয়ে দিবি বলেছিলিস, এবার কাটিয়ে নেব। তখন তোদের ক াছে কিছুদিন থাকা যাবেখনে। চুনকিকে আসতে বলিস।

বাবা ঝিনাথকে কত করে বল্লুম, বাবা, চুনকির একটা ভাই দাও, ভাই দাও। বাবা শুনলেন না।

এই দ্যাখ রোদ সরে গেল। আবার নেড়ে বসতে হবে। চারটে বাজলেই রোদ সরে যায়। তারপর পাথরগুলো ঠাণ্ডা হতে থ াকে। তখন পায়ে মোজ পরে নিই। সাতটা থেকে ঘড়ির কাঁটা আর নড়ে না। কাঁটা কি ছাই দেখতে পাই ?আর একবার চা দিয়ে যায় বলে বুঝে যাই সাতটা। তারপর আরো দু-ঘন্টা। নীচে যারা আছে ওরা টিভি দেখে। ম্যানেজারের বারান্দায় টিভি রেকেচে। আমার বাপু ভালো লাগে না। ওঠা-নামা বড়ো হ্যাপা। তার চে বাবা ঘরে বসে খাতার মধ্যে শ্রী দুর্গা লেখ া ভালো। ওটা দেখবার দরকার হয় না। হাত এমনিই চলে ।একবার হয়েছিল কী, ডাঁড়া, একটা মজার কথা বলি। খুব তে া দুর্গা লিখেছি, সকাল হলে দেখি, কি, ওর হরি !লেকা ফোটেনি কো। ডটপেনের রিপিল ফুরিয়ে গেস্‌ল।

তুই চিঠি লিখিস না কেন রে ?আরো ক-টা তো লিখতে পারিস। কীইবা মেন রাজকম্ম কারবারের জন্য তো কত চিঠি লিখতে হয়। ওরই মধ্যে মাকে নয় আর দু-খানা লিখলি।

তোরা এমন হলি কে রে ?ওই যে সরস্বতী, কত বড়ো ঘরের মেয়ে। ওর নিজের নামেই দুটো বাড়ি। ওর ছেলেও মোটে চিঠি

লেখেনাকো। যতদিন বাড়ির সরকার বেঁচে ছিল, সরকারকে দিয়ে চিঠি লেখাত। সেই এক বয়ান। পরম পূজনীয় মাতৃদেবী। আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় কুশলেই আছেন, আমরা এক প্রকার। আপনার নাতি - নাতনিরা কুশলেই আছে। মাস্টার নিয়মিত আসিতেছে, ব্যবসার হাল সুবিধার নহে। চিন্তা করিবেন না, আপনার আর্শীবাদ ঠিক হইয়া যাইবে। এ মাসের ট াকা পাঠাইয়া দিয়াছি। আশীর্বাদ দিবেন। ব্যাস, হয়ে গেল। আর খালি ছেলের সই। সই ছাড়াও চিঠি এসেছে। সব চিঠিতেই ব্যবসার হাল সুবিধার হাল সুবিধার নহে, আপনার আশীর্বাদের ঠিক হইয়া যাইবে। সাধে কি কথায় বলে...
ওই বুড়ো সরকারবাবু দেহ রাখলেন, ব্যাস, চিঠি আসা বন্ধ। সরস্বতীটা মিছিমিছি পিওন বেচারাকে মুখ করে। এই কাশীধ ামে কাউকে ওলাউঠো বলতে হয় ?এসব শাউড়িদের আমলের গাল পুরোনো ঝুলি থেকে বের করে লাভ কি ?
ওই বুড়ো সরকারবাবু দেহ রাখলেন, ব্যাস, চিঠি আসা বন্ধ। সরস্বতীটা মিছিমিছি পিওন বেচারাকে মুখ করে। এই কাশীধ ামে কাউকে ওলাউঠো বলতে হয় ?এসব শাশুড়িদের আমলের গাল পুরোনো ঝুলি থেকে বের করে লাভ কি ?
আমি বাপু কাউকে গালও দিই না, শাপান্তরও করি না। যার যা অদেষ্ট। চটিটা গলাই এবার। বড্ড শীত। তুই সোয়েট ারটা পরেছিস তো পানু ?তোর বড্ড ঠান্ডা লাগার ধাত। শিকনি মোছাতে মোছাতে আঁচল খড়খড়ে হয়ে যেত। আর টনসিল ফুলত গলায়। নুনের পুঁটুলি হারিকেনের মাথায় বসিয়ে গরম করে সেঁক দিতুম। ... ওই শোন রামনাথ সত্ হ্যায়। মনিকন্নিকায় নিয়ে যাচ্ছে।
দু-হাত জোড় করে প্রণাম করেন কিরণময়ী। যে হও, সগ্গে যাও।
বাড়ির ছাত থেকে মনিকর্ণিকার ঘাট দেখা যায়। গঙ্গাও। ছাতে ওঠার পাথরের সিঁড়ির ধাপগুলো খুব বড়ো বড়ো। কত দিন ওঠা হয় না।
রান্নার মেয়েটি আসে বামুন ঘরের বিধবা ছিল, সে বাঙালি ছিল। বড়ি - টড়ি দিয়ে পালং রাঁধত, মেথি দিয়ে লাউ। বামুন ঘরের বিধবা। ছেলেপুলে ছিল না। সে গত হয়েছে। এখন যে, সে হিন্দুস্থানি। জিজ্ঞেস করল---
---ও দাদি, রোটি কি ভাত ?
--- রোটি খায়গা। সবজি ক্যা হ্যায় ?
--- আলুগোবি।
--- বাঁধা নাকি পুল ?
--- বান্ধা।
--- ধুস্। রোজ রোজ বান্ধা। তা হলে খই খাকে শুয়ে পড়েগা।
--- আচ্ছা, ঠিক হ্যায়।
--- ক্যা ঠি হায়। বোস না থোড়া। সরস্বতী ক্যা খাতা হ্যায় ?
--- দুধ রোটি।
--- দুধ কেইসে ?আজকাল তো দুধ নেই রাখতা হায়।
--- ইস্পেশাল হ্যায়। হাম খুদ লে আতে, পইসা দেতে হ্যায় না... দুধ কা...
--- ও। বলিসনি তো পহেলে, তা হলে হামিও পয়সা দেতা হ্যায় ...
--- ঠিক হ্যায়, বাদমে বাত করেঙ্গে।
--- বোস না আউর থোড়া।
রান্নার মেয়েটি উঠে চলে যায়। ও এবার রাঁধবে। এখন গ্যাসের রান্না। আগে যখন কয়লায় হত, উনুনের কাছে গিয়ে ওম পোহাত।
আগে রাত্তিরে দুধের ব্যবস্থা ছিল। বেড়ালে খাওয়া নিয়ে কিম্বা ভাগাভাগির কম-বেশি নিয়ে একটু - আধটু ঝগড়া - ঝ ামেলার পর ওটা উঠে যায়। যে যার মতো আলাদা করে রাখত। ঘরে যার যার মতো আলাদা স্টোভ থাকত। কিরণময়ীর স্টোভে এখন ধুলো। চুনকি এলে জ্বালাবেন খনে।
মকর - সংক্রান্তি চলে গেল। সরস্বতী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কস্তুরীকে দিয়ে পিঠে করালেন। পাটিসাপটা, মুগপুলি আর প ায়েস। যাদের ডায়াবিটিস আছে, তারাও খেল। কিছু বেশি ছল। পরদিন এসে গেল পিওন।

যে পিওনটি আসে, সে বাঙালি ঘরের। বাংলা কথায় যদিও টান আছে। তবুও বাংলা পড়তে পারে। এখনো দু-জনের টাকা মানি অর্ডারে আসে। বিভাময়ী আর ঝর্নার। পিওন বকশিশ পায়। পিওনটির নাম অজিত। বছর পঁচিশ বয়স। দু-বছর হল চাকরি পেয়েছি। বেশ দেখতে। ও এলে সবাই খুশি হয়। ছেলেটি বেশ ভালো। ঘরে ঘরে গিয়ে টাকা বলো, চিঠি বলো, পৌঁছে দেয়। অ্যালাউ আছে।

কিরণময়ীর চিঠি এসেছে, লম্বা খামে। শুধু কিরণেরই, আর কা নয়। কী গর্বটাই না হচ্ছে।

ওকে দেখতে পেয়ে সরস্বতী বলল -- ভালো দিনেই এয়েচো বাছা, দুটো পিঠে খেয়ে যাও। ওলো কস্তুরী...

অজিত বলে --- পিঠে !বাঃ বহুত ভালো। মা আগে বানাত, আজকাল উসব খতম হয়ে গেছে।

কিরণময়ী খাম খুলতে খুলতে ভাবে সরস্বতী লো, যতই পিঠে খাওয়াও, পুলি খাওয়াও, তোমার চিঠি নেইকো। তোমাদের বাড়ির সরকারমশাই মরেছে, চিঠিও সেরেছে। যাই বলো আর তাই বলো, আমার ছেলে কিন্তু...

কিরণময়ী দেখল ছাপা চিঠি। একেবারে কাগজে ছাপানো, ঝকঝক করছে। বড়ো বড়ো অক্ষর। পরম পূজনীয় মা, কেমন আছ ?শীত পড়েছে বুঝি !শীতে কষ্ট পাচ্ছ ?আমি তোমার কথা ভাবি। সময়ে পেলেই যাব। চুনকির খুব পড়াশুনার চাপ। তোমার বউমা যেমন, তেমনই আছে। চেক পাঠানো আছে, ইচ্ছামতো খরচ কোরো । ডা. সমাদ্দারের কাছে মাসে একবার যেও। মাগো, প্রণাম নিও। ইতি আশীর্বাদের কাঙাল তোমার পানু।

আঁচলে চোখের জল মুছলেন কিরণময়ী। পিওন ছেলেটি বলল--- এটা কম্পিউটারের চিঠি।

কম্পিউটার শব্দটি কিরণময়ীর অচেনা নয়। উনি জানেন কম্পিউটার এমন একটা মেশিন যে সব কাজ করে দেয়। কিরণময়ী বলেন---কী বলতে চাস ?পানু লেখেনি ?পানুর লেখাই তো। মানি অর্ডারের কুপনেও তো শেষকালে লিখত আশীর্বাদের কাঙাল।

পিওন ছেলেটি বলে --- উনিই লিখেছেন, কিন্তু একবারই। আর বারবার লিখতে হবে না। কম্পিউটার খুব ভালো জিনিস। হিসেব রাখে, চিঠি লেখে...

কিরণময়ী পরের চিঠিটি পেলেন বৈশাখ মাসের পাঁচ তারিখে।

পরম পূজনীয়া মা, কেমন আছ ?গরম পড়েছে বুঝি ?গরমে কষ্ট পাচ্ছ ?আমি তোমার কথা ভাবি। সময় পেলেই যাব... শেষকালে আশীর্বাদের কাঙাল তোমার পানু।

এই মেশিন সরকারমশাই -এর কথা যেন সরস্বতী না বোঝে হে ঝিনাথ...।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com